ঘোষণাপত্র
ও
গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার

১৩ ও ১৪ মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের তৃতীয় জাতীয় সম্মেলনে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের 'ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র' প্রণয়ন করা হয়। এর পর তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম জাতীয় সম্মেলনে এই 'ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রে' কিছু ধারা ও উপধারা সংশোধন করা হয় এবং কিছু ধারা ও উপধারা সংযোজিত হয়। সর্বশেষ ১৭ ও ১৮ চৈত্র ১৪২২, ৩১ মার্চ ও ০১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় কাউন্সিল ও সপ্তম সম্মেলনে 'ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রে' পুনরায় সংশোধন ও সংযোজন প্রস্তাব করা হয় এবং তা প্রতিনিধি অধিবেশন কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সর্বশেষ এই সংশোধনসহ আজ ২৪ বৈশাখ ১৪২৩, ০৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে 'ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রে'র এ সংস্করণ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার কেন্দ্রীয় পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশ করা হয়।

মুখবন্ধ

১৯৮০ সালে ঢাকা থিয়েটার সারা বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে প্রথমে মেলা পত্তন ও নাট্য সংগঠন অর্থাৎ গ্রাম থিয়েটার গড়ে তোলার এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা দেশব্যাপী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পাবনার 'পাবনা থিয়েটার', বগুড়ার 'বগুড়া থিয়েটার', ফেনীর 'সংলাপ নাট্যগোষ্ঠী' এবং কুষ্টিয়ার 'বোধন' ঢাকা থিয়েটার-এর পরিকল্পনার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে গ্রামীণ নাট্য সংগঠন ও মেলা পত্তনের কাজ শুরু করে।

বছর খানেকের ব্যবধানে গ্রামীণ নাট্য সংগঠন বিস্তার লাভ করার ফলে এই পরিকল্পনা রূপায়ণ, প্রচার এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা আনয়নকল্পে ১৯৮২ সালে গ্রামে মেলা ও নাটক প্রসঙ্গে একটি পুস্তিকা মুদ্রিত হয়। সে পুস্তেকার দশ সংখ্যক পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে– এই পুস্তিকায় বর্ণিত বিভিন্ন নির্দেশ সংবিধানের মর্যাদা পাবে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একটি পরিকল্পিত গঠনতন্ত্র প্রণয়ন আবশ্যক হয়ে পড়ে। ঢাকা থিয়েটার আয়োজিত বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর প্রথম জাতীয় সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে একটি গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম জাতীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশনে গৃহীত সংশোধনীসহ গঠনতন্ত্রের এই সংস্করণ প্রকাশিত হল। পরবর্তী সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর সকল সদস্য এবং ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনসমূহ বর্তমান গঠনতন্ত্র মোতাবেক পরিচালিত হবে।

বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর গঠনতন্ত্রকে সরলীকরণ করা হয়েছে এই উদ্দেশ্য যাতে গঠনতন্ত্র কেন্দ্র করে কোনোরূপ জটিলতার উদ্ভব না ঘটে। উপরন্তু গঠনতন্ত্রের আওতাভুক্ত নয় এমন বিষয়সমূহ যদি গঠনতন্ত্রের বিপরীত না হয় তবে প্রথমে স্থানীয়ভাবে ও পরে কেন্দ্রীয়ভাবে সেসব বিষয়সমূহ সমাধান করা যেতে পারে।

গ্রাম থিয়েটার সমূহ এই গঠনতন্ত্রের আওতাভুক্ত হওয়া সত্বেও বিগত বছর ধরে যেসব রীতি (Convenition) ঐতিহ্য (Tradition) গড়ে উঠেছে সেগুলি সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহ বা কেন্দ্রীয় পর্ষদ প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে।

ঘোষণাপত্র

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিতাস ও অশান্ত বঙ্গোপসাগরের কূলে আমাদের বাস। শত শত বছরের ইতিহাস ও ভৌগলিক পরিমণ্ডলে আমরা বেড়ে উঠেছি। সহস্র বছর ধরে শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি। মুক্তিযুদ্ধের সুমহান আদর্শে আমরা উজ্জীবিত। তাই মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সাম্প্রাদায়িক ও মৌলবাদী সংগঠন কিংবা কর্মকাণ্ডে জড়িত কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর কোনো সদস্য সংগঠন কিংবা ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন না। বাংলাদেশের মঞ্চে আমরা আমাদের নিজেদের জীবন পরিমণ্ডল ও লড়াই-এর চিত্র তুলে ধরতে চাই।

বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার মেরুদণ্ডহীন আপোষকামী নাট্য চর্চার বিরুদ্ধে প্রাণবন্ত ও প্রাণদায়ী নাট্যচর্চাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

সাংস্কৃতিক ভিক্ষাবৃত্তি ও লেজুড়বৃত্তি তথা উৎকেন্দ্রিকতাকে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার তীব্র ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করে।

বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার আধুনিক নাট্যকলার সঙ্গে বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্য আঙ্গিকের সমন্বয় সাধনে বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ গ্রাম থিয়োটার শহর কেন্দ্রিক নাটক মঞ্চায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের গ্রামগুলিতে নাটকের দল গঠন ও মেলা পত্তনে দৃঢ় ভাবে সংকল্পবদ্ধ।

বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার শুধু জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসকে ব্যাখ্যাই করবে না তাকে বৈজ্ঞানিকভাবে সচল ও উপযুক্ত করে তুলতে বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার বাংলাদেশের মঞ্চে, চিত্রকলায়, সঙ্গীত, কাব্যে অর্থাৎ তাবৎ শিল্প ও সাহিত্যকর্মে এদেশের জনগণ এবং জনপদের সংস্কৃতি এবং অবহেলিত আঞ্চলিক ভাষারীতির উজ্জীবন ঘটাতে চায়।

গঠনতন্ত্র

ধারা : ১ নাম
এই সংগঠন অভিহিত হবে 'বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার' নামে।
এর সদস্য সংগঠনের নামের শেষে 'থিয়েটার' শব্দটি অবশ্যই থাকতে হবে।

ধারা : ২ কেন্দ্রীয় কার্যালয়
বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের প্রধান কার্যালয় রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত থাকবে।

ধারা : ৩ প্রতীক
বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর প্রতীক হবে লাল রঙ কৃষকের মুখ মাথাল মাথায়।

ধারা : ৩.১ পতাকা
গ্রাম থিয়েটারের পতাকা হবে সাদা জমিনের উপরে লাল রংয়ের কৃষকের মুখ।

ধারা : ৪ শ্লোগান
হাতের মুঠোয় হাজার বছর আমরা চলেছি সামনে।

ধারা : ৫ দলীয় সংগীত
ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি...

ধারা : ৬ আদর্শ
বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের আদর্শ হচ্ছে জনগণের সংস্কৃতির সামাজিকরূপ ও শিল্পরূপ সৃষ্টি করা।

ধারা : ৭ উদ্দেশ্য
৭.১ শিল্পে উৎকেন্দ্রিকতাকে পরিহারপূর্বক জাতীয় নাট্য আঙ্গিকের বিকাশ ঘটানো।
৭.২ প্রচলিত ও অবলুপ্ত লোক নাট্যকাঠামো ও শিল্পরীতি উদ্ধার, সংরক্ষণ এবং এর চর্চা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আধুনিক নাট্যকলার সাথে সমন্বয় সাধন।
৭.৩ বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষায় সৃষ্টিশীল বিকাশকে ত্বরান্বিত করা।
৭.৪ মেলা পত্তন ও মেলা সংস্কারের মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো।
৭.৫ ঐতিহ্যবাহী অভিনয়রীতির উৎকর্ষ সাধন ও অভিনয়ের আধুনিকায়ন।
৭.৬ বাংলাদেশের হাজার বছরের ঐহিত্যবাহী খোলা মঞ্চের ব্যাপক প্রসার ঘটানো।
৭.৭ জনগণের সংস্কৃতিকে সমগ্র জাতির প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করা।
৭.৮ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নাট্যমঞ্চে জাতীয় নাট্য আঙ্গিকের পরিচিতি তুলে ধরা।
৭.৯ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে সাংগঠনিক কার্যক্রম গ্রহণ
৭.১০ নিয়মিত গ্রাম থিয়েটার পত্রিকা প্রকাশ করা।

৭.১১ বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতি বিবেচনায় রেখে শোষণ নির্যাতন বিরোধী এবং বিশ্বমানবতা মুক্তির নিজস্ব নাট্য ভাষা তৈরি করা।
৭.১২ শিশু-কিশোরদের সামূহিক সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে ' ভোর হলো' পরিচালনা।

ধারা : ৮ স্বপ্নদ্রষ্টা
গ্রাম থিয়েটার আন্দোলনের পথিকৃত, পরিকল্পক, সংগঠক, নাট্যকার সেলিম আল দীন বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসাবে বিবেচিত ও পরিচিত হবেন।

ধারা : ৯ বর্ষ
বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারে বর্ষ গণনা হবে পয়লা বৈশাখ হতে চৈত্রের শেষদিন পর্যন্ত মোট ১২ মাস।

ধারা : ১০ এলাকা
বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার বাংলাদেশ ভিত্তিক সংগঠন বলে গণ্য হবে। তবে আন্দোলনের প্রয়োজনে দেশের বাইরেও শাখা গঠন করা যাবে।

ধারা : ১১ অঞ্চল বিভাজন
বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পর্ষদ সমগ্র দেশকে অঞ্চল বিভাজন করবে। কেন্দ্রীয় পর্ষদ প্রতিটি অঞ্চলের নাম নির্ধারণ করবে।

ধারা : ১২ সদস্য
১২.১ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর ঘোষণাপত্র, আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং এই গঠনতন্ত্রে বিশ্বাসী যে কোনো নাট্যকর্মী নির্দিষ্ট গ্রাম থিয়েটারের অনুমোদনক্রমে এই সংগঠনের সাধারণ সদস্য পদ লাভ করতে পারবে।
১২.২ তৃণমূল পর্যায়ে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর সদস্য সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো সংগঠন প্রয়োজন ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পারবে এবং গ্রাম থিয়েটার আদর্শে অনুপ্রাণিত হলে সহযোগী সদস্য পদ লাভ করতে পারবে। এই সংগঠনের নামের শেষে 'থিয়েটার' শব্দটি ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সহযোগী সদস্য জাতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করবে কিন্তু কেন্দ্রীয় ও জাতীয় পর্ষদে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না।
১২.৩ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের আদর্শ-উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী নাট্য সংগঠন আবেদন করলে প্রাথমিক সদস্য দল হিসেবে কার্যক্রম শুরু করবে পরবর্তীতে আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ও বিভাগীয় সমন্বয়কারী সুপারিশে কেন্দ্রীয় পর্ষদ চুড়ান্ত অনুমোদন করবে।
১২.৪ সদস্য চাঁদা
প্রত্যেক সদস্যকে তার আবেদনপত্রের সাথে এককালীন ১০০ (একশত) টাকা এবং প্রতিবছর ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে সদস্য চাঁদা দিতে হবে।
১২.৫ সদস্য পদ লাভের শর্ত / প্রক্রিয়া
সদস্যপদ লাভের নিম্নতম স্তর হবে একটি এলাকার/গ্রামের গ্রাম থিয়েটার পর্ষদ/ইউনিট।

ধারা : ১৩ সাংগঠনিক কাঠামো

সাংগঠনিক কাজের সুবিধার জন্য পাঁচ স্তরবিশিষ্ট বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ হবে-

১৩.১ উপদেষ্টা পর্ষদ

১৩.২ জাতীয় পর্ষদ

১৩.৩ কেন্দ্রীয় পর্ষদ

১৩.৪ আঞ্চলিক সমন্বয় পর্ষদ

১৩.৫ গ্রাম থিয়েটার পর্ষদ / ইউনিট।

ধারা : ১৪ উপদেষ্টা পর্ষদ

বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের উপদেষ্টা পর্ষদ গ্রাম থিয়েটার তত্ত্ব, দর্শন, দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। গ্রাম থিয়েটার জাতীয় পর্ষদ বা কেন্দ্রীয় পর্ষদের ভিতরে কোন রূপ সংকট দেখা দিলে সেই সংকট নিরসনে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষদ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এই পর্ষদ হবে সর্বনিম্ন ৩ (তিন) সদস্য ও সর্বোচ্চ ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট। এই পর্ষদ বছরে ন্যুনতম একবার সভায় মিলিত হবে।

ধারা : ১৫ জাতীয় পর্ষদ

১৫.১ জাতীয় পর্ষদ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর সর্বোচ্চ পর্ষদ বলে বিবেচিত হবে।

১৫.২ কেন্দ্রীয় পর্ষদ ও আঞ্চলিক সমন্বয়কারীদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর জাতীয় পর্ষদ গঠিত হবে।

১৫.৩ জাতীয় পর্ষদ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, পরিমার্জন, সংশোধনপূর্বক জাতীয় কাউন্সিলে উপস্থাপন করবে।

১৫.৪ জাতীয় পর্ষদ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের আদর্শ, উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পর্ষদকে পরামর্শ প্রদান করবে।

১৫.৫ জাতীয় পর্ষদের অধিবেশন বছরে অন্তত দু'বার বসবে।

১৫.৬ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর গঠনতন্ত্রের কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে জাতীয় পর্ষদের অধিবেশনে তা মীমাংসিত হবে।

১৫.৭ সাংগঠনিক প্রয়োজনে জাতীয় পর্ষদ বিশেষ জরুরি বৈঠকে মিলিত হবে।

১৫.৮ কেন্দ্রীয় পর্ষদ জাতীয় পর্ষদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

ধারা : ১৬ কেন্দ্রীয় পর্ষদ

১৬.১ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের কেন্দ্রীয় পর্ষদ ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট হবে।

বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের মাতৃ সংগঠন ঢাকা থিয়েটার কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্ষদ গঠনের নিমিত্তে ঢাকা থিয়েটারসহ দেশের বিভিন্ন গ্রাম থিয়েটার সংগঠন থেকে ১০ (দশ) সদস্যের মনোনয়ন দেবেন। জাতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধিবৃন্দ প্রতিটি বিভাগের একজন করে বিভাগীয় প্রধান মনোনিত করবেন এবং অন্যান্য সদস্যদের মনোনয়নে মতামত দেবেন।

১৬.২ কেন্দ্রীয় পর্ষদের কাঠামো

সভাপতি	১ জন
সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য	৬ জন
সাধারণ সম্পাদক	১ জন
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	২ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	১ জন
তথ্য-প্রযুক্তি ও গবেষণা সম্পাদক	১ জন
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	১ জন
অর্থ সম্পাদক	১ জন
আন্তর্জাতিক সম্পাদক	১ জন
দপ্তর সম্পাদক	১ জন
নির্বাহী সদস্য	৯ জন
বিভাগীয় প্রধান	৯ জন

১৬.৩ কেন্দ্রীয় পর্ষদের দায়িত্ব

১৬.৩.১ জাতীয়ভিত্তিক এই পর্ষদ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১৬.৩.২ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর প্রতিটি সদস্য সংগঠনকে কেন্দ্রীয় পর্ষদ চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে।

১৬.৩.৩ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার বিরোধী কার্যকলাপ, সাংগঠনিক ব্যর্থতা, অর্থ আত্মসাৎ এবং অসামাজিক কার্যকলাপ অথবা অন্যান্য সঙ্গত কারণের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় পর্ষদ যে কোনো সদস্য সংগঠনের সদস্য পদ অথবা সদস্যকে বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারবে।

১৬.৩.৪ কেন্দ্রীয় পর্ষদ বছরে অন্তত দুইটি সভা করবে।

১৬.৩.৫ জাতীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে এবং ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৬.৩.৬ জাতীয় বিপর্যয়ে জরুরি পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় পর্ষদ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ধারা ১৭ কেন্দ্রীয় পর্ষদের ক্ষমতা

১৭.১ সভাপতি

সভাপতি বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর প্রধান হিসেবে বিবেচিত হবেন। সকল সভায় তিনি সভাপতিত্ব করবেন। জাতীয় পর্ষদের সভা তিনি আহ্বান করবেন। জরুরি এবং অনিবার্য প্রয়োজনে তিনি গ্রাম থিয়েটার-এর স্বার্থে সাংগঠনিক ও অন্যান্য বিষয়ে (তাঁর বিবেচনায় যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে) যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখবেন।

১৭.২ সভাপতিমণ্ডলীর ক্ষমতা

সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে একজন সভাপতিত্ব করবেন এবং কেন্দ্রীয় পর্ষদ অথবা সভাপতি কর্তৃক প্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ী দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করবেন।

১৭.৩ সাধারণ সম্পাদক

১৭.৩.১ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর নির্বাহী প্রধান হিসাবে বিবেচিত হবেন। কেন্দ্রীয় পর্ষদের সভা আহ্বান ও পরিকল্পনা পেশ করবেন। সংগঠনের নিম্নতম, আঞ্চলিক ও পরিচালনা পর্ষদের কার্যাবলী তদরক করবেন।

১৭.৩.২ কোন সম্পাদক নির্দেশ পালনে অবহেলা করলে সভাপতির পরামর্শক্রমে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১৭.৩.৩ জাতীয় সম্মেলনে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর দ্বি-বার্ষিক কার্যবিবরণী পেশ করবেন।

১৭.৩.৪ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় পর্ষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১৭.৪ যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক

সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সাময়িকভাবে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করনে। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

১৭.৫ অর্থ সম্পাদক

বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর কেন্দ্রীয় পর্ষদের আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব পরিচালনা ও সংরক্ষণ করবেন।

১৭.৬ সাংগঠনিক সম্পাদক

১৭.৬.১ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর সাংগঠনিক কাজে গবেষণা, সংরক্ষণ ও বিস্তারে মূল ভূমিকা পালন করবেন।

১৭.৬.২ জাতীয় সম্মেলনের পূর্বে দ্বি-বাষিক রিপোর্ট কেন্দ্রীয় পর্ষদের নিকট পেশ করবেন।

১৭.৬.৩ সাধাররণ সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১৭.৬.৪ জাতীয় নাট্য আঙ্গিক নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার কাজ পরিচালনা করবেন।

১৭.৭ প্রশিক্ষণ সম্পাদক

প্রশিক্ষণ সম্পাদক বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর নাট্যকর্মীদের বাংলাদেশের লোকনাট্য কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন।

১৭.৮ দপ্তর সম্পাদক

দপ্তরের সমুদয় কাজ এবং বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর সঙ্গে গ্রাম থিয়েটার আর্কাইভ, গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার দায়িত্ব পালন করবেন।

১৭.৯ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

১৭.৯.১ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার আন্দোলনে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রচারকার্য পরিচালনা করবেন।

১৭.৯.২বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার আন্দোলনে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রচারকার্য পরিচালনা করবেন।

১৭.১০ তথ্য-প্রযুক্তি ও গবেষণা সম্পাদক

দেশজ শিল্পরীতি নির্মাণ ও প্রয়োগের লক্ষ্যে যাবতীয় গবেষণার কাজ ও গ্রাম থিয়েটরের তথ্য-নির্ভর লিফলেট, বুলেটিন, পত্রিকা, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশ করবেন এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাথে গ্রাম থিয়েটারের কার্যক্রমকে যুক্ত করবেন।

ধারা : ১৮ বিভাগীয় সমন্বয় পর্ষদ

১৮.১ প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আঞ্চলিক সমন্বয়কারীগণের সমন্বয়ে গ্রাম থিয়েটার বিভাগীয় সমন্বয় পর্ষদ গঠিত হবে। আঞ্চলিক সমন্বয়কারীর সংখ্যার ভিত্তিতে বিভাগীয় সমন্বয় পর্ষদ এর সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হবে।

১৮.২ বিভাগীয় সমন্বয়কারী জাতীয় সম্মেলন কর্তৃক মনোনীত হবেন।

১৭.৩ কেন্দ্রীয় পর্ষদের সঙ্গে প্রতিটি অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারীগণের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের জন্য বিভাগীয় পর্ষদ নিয়োজিত থাকবে।

১৮.৪ গ্রাম থিয়েটার জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে প্রতিটি বিভাগীয় অঞ্চলে সম্মেলন সমাপ্ত করতে হবে।

১৮.৫ বছরে কমপক্ষে দুবার বিভাগীয় সমন্বয় পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

১৮.৬ বিভাগীয় সমন্বয়কারীর ক্ষমতা

বিভাগীয় সমন্বয়কারীগণ বিভাগীয় অঞ্চলের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হবেন। তিনি এই পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি জরুরী পরিস্থিতিতে ৭২ ঘন্টার নোটিশে আঞ্চলিক সমন্বয় পরিষদে সভা এবং দুই সপ্তাহের নোটিশে বিভাগীয় সম্মেলন আহবান করতে পারবেন। তিনি অত্র বিভাগের আঞ্চলিক সমন্বয়কারীদের দিক নির্দেশনা দিবেন। তবে বিভাগীয় সমন্বয় পর্ষদকৃত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রকে পূর্বাহ্নে অবহিত করতে হবে। বিভাগীয় সমন্বয়কারী কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য বলে বিবেচিত হবেন এবং কেন্দ্র প্রদত্ত কার্যাবলী সম্পূর্ণ করবেন। তিনি বিভাগের ইউনিট সংগঠনের সদস্য পদ প্রদানের জন্য সুপারিশ করে চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় পর্ষদে পাঠাবে।

ধারা : ১৯ আঞ্চলিক সমন্বয় পর্ষদ

১৯.১ আঞ্চলিক সমন্বয়কারী (কেন্দ্র মনোনীত) ১ জন সদস্য : অত্র অঞ্চলের সংগঠনের সংখ্যা অনুযায়ী।

১৯.২ আঞ্চলিক সমন্বয় পর্ষদ কার্যাবলী

কেন্দ্রীয় পর্ষদের সঙ্গে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর প্রতিটি সদস্য সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব আঞ্চলিক সমন্বয় পর্ষদ পালন করবে।

১৯.৩ এই পর্ষদ প্রতিটি সংগঠনের-এর প্রাথমিক অনুমোদন প্রদান করবে এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় পর্ষদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে। গ্রাম থিয়েটার জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে প্রতিটি অঞ্চলে আঞ্চলিক সম্মেলন সম্পন্ন করবে। প্রতি ৩ মাসে অন্তত ১ (এক) বার আঞ্চলিক সমন্বয় পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা : ২০ আঞ্চলিক সমন্বয়কারীর ক্ষমতা

আঞ্চলিক সমন্বয়কারী অঞ্চলের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হবেন। তিনি এই পর্ষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। জরুরী পস্থিতিতে ২৪ ঘন্টার নোটিশে আঞ্চলিক সমন্বয় পর্ষদের সভা এবং ১ (এক) সপ্তাহের নোটিশে আঞ্চলিক সম্মেলন আহ্বান করতে পারবেন। তিনি আঞ্চলিক সমন্বয় পর্ষদ সদস্যদের দিক নির্দেশনা দেবেন। তবে আঞ্চলিক সমন্বয়কারী কর্তৃক জারীকৃত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কেন্দ্র অবহিত করতে হবে। নতুন সদস্যপদ প্রদানের জন্য বিভাগীয় সমন্বয়কারীর কাছে সুপারিশ পাঠাবেন।

ধারা : ২১ গ্রাম থিয়েটার পর্ষদ / ইউনিট

২১.১ গ্রাম থিয়েটার কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে নতুন সংগঠন গঠনে ন্যূনতম ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট গ্রাম থিয়েটার পর্ষদ গঠিত হবে।

২১.২ গ্রাম থিয়েটার পর্ষদ কাঠামো

সভাপতি ১ জন
সহ-সভাপতি ৩ জন (সর্বোচ্চ)
সাধারণ সম্পাদক ১ জন
সহ-সাধারণ সম্পাদক ১ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক ১ জন
অর্থ সম্পাদক ১ জন
দপ্তর সম্পাদক ১ জন
তথ্য-প্রযুক্তি ও গবেষণা সম্পাদক ১ জন
প্রচার সম্পাদক ১ জন
পাঠচক্র সম্পাদক ১ জন
কার্যকরী সদস্য প্রয়োজন মোতাবেক

ধারা : ২২ গ্রাম থিয়েটার পর্ষদের দায়িত্ব

২২.১ নিজ গ্রাম এবং অঞ্চল নিয়মিত নাটক মঞ্চায়ন এবং কেন্দ্রীয় পর্ষদ এবং আঞ্চলিক সমন্বয় পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

২২.২ দেশীয় সংস্কৃতি বিকাশে নাটক মঞ্চায়ন ছাড়াও নিজ এলাকার সুবিধাজনক সময়ে বাঙালির ঐহিত্য সমৃদ্ধ সঙ্গীত ও নাট্যোৎসব ইত্যাদির আয়োজন করা। গ্রাম থিয়েটার পর্ষদ স্থানীয় শহীদ মুক্তিযোদ্ধা বুদ্ধিজীবী প্রথিতযশা ব্যক্তি কিংবা ঐতিহাসিক স্থান নদী ইত্যাদির নামে মেলা পত্তনের প্রচেষ্টা চালাবে।

২২.৩ গ্রাম থিয়েটার পর্ষদ গঠিত হবার পর কেন্দ্রীয় পর্ষদ আঞ্চলিক সমন্বয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রতি দুইমাসে একদিন সভা করবে। নিয়মিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রতিমাসে একবার কর্মী সভা অনুষ্ঠান করবে।
২২.৪ গ্রাম থিয়েটার পর্ষদ জাতীয় সম্মেলনের পূর্বে গ্রাম থিয়েটারের স্থানীয় ইউনিট সম্মেলন অনুষ্ঠান করবে।

ধারা : ২৩ গ্রাম থিয়েটার পর্ষদ সদস্যদের ক্ষমতা

২৩.১ সভাপতি

গ্রাম থিয়েটার পর্ষদ সভাপতি স্থানীয় সংগঠনের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হবেন। তিনি পর্ষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। জরুরি পরিস্থিতিতে ২৪ ঘন্টার নোটিশে স্থানীয় গ্রাম থিয়েটার সম্মেলন আহ্বানের জন্য সাধারণ সম্পাদক নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন। গ্রাম থিয়েটার পর্ষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য তিনি সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ দেবেন।

২৩.২ সহ-সভাপতি

সভাপতির অনুপস্থিতে সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। কোন ইউনিটে একাধিক সহ-সভাপতি থাকলে প্রথম সভায় বিভিন্ন কার্যক্রমের তত্ত্বাবধায়ী দায়িত্ব বণ্টন করবেন।

২৩.৩ সাধারণ সম্পাদক

স্থানীয় গ্রাম থিয়েটার সংগঠন পরিচালক ক্ষেত্রে তিনি নির্বাহী প্রধান বিবেচিত হবেন।
২৩.৩.১ গ্রাম থিয়েটার পর্ষদের সভা আহ্বান ও পরিকল্পনা পেশ করবেন।
২৩.৩.২ গ্রাম থিয়েটার সংগঠনের কার্যাবলি তদারক করবেন।
২৩.৩.৩ গ্রাম থিয়েটারের প্রত্যেক সম্পাদক / সদস্য / কর্মীর কাজের সমন্বয় সাধন করবেন।
২৩.৩.৪ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ও গ্রাম থিয়েটার পর্ষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
২৩.৩.৫ কোনো সম্পাদক / সদস্য / কর্মী নির্দেশ পালনে অবহেলা করলে সভাপতির পরামর্শ ক্রমে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবেন।
২৩.৩.৬ গ্রাম থিয়েটার পর্ষদের সম্মেলনের পূর্বে দ্বি-বাষিক রিপোর্ট বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার পর্ষদের কাছে পেশ করবেন।
২২.৩.৭ কেন্দ্রীয় পর্ষদ এবং আঞ্চলিক পর্ষদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
২৩.৩.৮ কেন্দ্রীয় পর্ষদের সম্মেলনের পূর্বে নিজ সংগঠনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

২৩.৪ সহ-সাধারণ সম্পাদক

২৩.৪.১ সাধারণ সম্পাদককে তার দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করবেন।
২৩.৪.২ সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহসাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

২৩.৪.৩ গ্রাম থিয়েটার সংগঠনের সাংগঠনিক কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য সকল সদস্যের কর্মের সমন্বয় সাধনে সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।

২৩.৫ সাংগঠনিক সম্পাদক

গ্রাম থিয়েটারের সাংগঠনিক কাজে ও বিস্তারে মূল ভূমিকা পালন করবেন।

২৩.৫.১ সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সাংগঠনিক সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

২৩.৫.২ নিজ সংগঠনের আওতার বাইরে, অন্য গ্রামে নতুন সংগঠন গড়ে তোলার সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

২৩.৫.৩ গ্রাম থিয়েটার পর্ষদের সম্মেলনের পূর্বে দ্বি-বার্ষিক রিপোর্ট গ্রাম থিয়েটার পর্ষদের কাছে পেশ করবেন।

২৩.৬ অর্থ সম্পাদক

২৩.৬.১ সংগঠনের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের সুষ্ঠু হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন।

২৩.৬.২ গ্রাম থিয়েটার-এর তহবিল সংরক্ষণ করবেন।

২৩.৭ দপ্তর সম্পাদক

দপ্তরের সমুদয় কাজ এবং প্রত্যেক সদস্য / কর্মীর সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করবেন।

২৩.৮ প্রচার সম্পাদক

গ্রাম থিয়েটার আন্দোলনে নিজ এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের গণমানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রচার কার্য চালাবেন।

২৩.৯ তথ্য-প্রযুক্তি ও গবেষণা সম্পাদক

দেশজ শিল্পরীতি নির্মাণ ও প্রয়োগের লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক যাবতীয় গবেষণার কাজ ও গ্রাম থিয়েটারের তথ্য-নির্ভর লিফলেট, বুলেটিন, পত্রিকা, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশ করবেন।

২৩.১০ পাঠচক্র সম্পাদক

শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য স্থানীয় পর্যায়ে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবেন এবং নিয়মিত পাঠচক্র পরিচালনা করবেন।

২৩.১১ কার্যকরী সদস্য

গ্রাম থিয়েটার পর্ষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা : ২৪ সম্মেলন

২৪.১ গ্রাম থিয়েটার সংগঠনের সকল পর্যায়ের পর্ষদের মেয়াদ হবে ২ বৎসর কাল।

২৪.২ প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর সম্মেলন ও নতুন পর্ষদ মনোনয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৪.৩ কেন্দ্রীয় পর্ষদ জাতীয় সম্মেলন, বিভাগীয় সম্মেলন ও আঞ্চলিক সম্মেলনের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন।

২৪.৪ গ্রাম থিয়েটার পর্ষদের সম্মেলনের তারিখ ও সময় আঞ্চলিক সমন্বয়কারী সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে নির্ধারণ করবেন।

২৪.৫ ২ (দুই) বছর অন্তর ফাল্গুনের মধ্যে সকল পর্যায়ের সম্মেলন ও চৈত্রের মধ্যে কেন্দ্রীয় পর্ষদের সম্মেলন করতে হবে।
২৪.৬ কেন্দ্রীয় পর্ষদ ব্যতিরেকে অন্য সকল পর্ষদ কোনো কারণবশত নির্ধারিত সময়ে সম্মেলন করতে না পারলে বর্ধিত ৩০ দিন সময়কাল পর্যন্ত পরিষদ কার্যকর থাকবে এবং এর মধ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠান করতে হবে। অন্যথায় কেন্দ্রীয় পর্ষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
২৪.৭ কেন্দ্রীয় পর্ষদ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্মেলন করতে ব্যর্থ হলে বর্ধিত ৯০ দিন সময়কাল পর্যন্ত কার্যক্রম চালাতে পারবেন এবং এই ৯০ দিন সময়ের মধ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠান করতে হবে। অন্যথায় সভাপতি এ-ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

ধারা : ২৫ প্রতিনিধি

২৫.১ জাতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধি হবেন কেন্দ্রীয় পর্ষদের সকল সদস্য এবং প্রতিটি গ্রাম থিয়েটার পর্ষদের মনোনীত দু'জন সদস্য এবং আঞ্চলিক সমন্বয় পর্ষদের সমন্বয়কারীগণ।
২৫.২ আঞ্চলিক সমন্বয় পর্ষদের সম্মেলনের প্রতিনিধি হবে আঞ্চলিক সমন্বয় পর্ষদের সকল সদস্য এবং প্রতিটি গ্রাম থিয়েটার পর্ষদের মনোনীত একজন সদস্য।
২৫.৩ গ্রাম থিয়েটার পর্ষদের সম্মেলনে প্রতিনিধি হবেন নির্দিষ্ট গ্রাম থিয়েটারের সকল সদস্য।

ধারা : ২৬ মনোনয়ন কমিশন

২৬.১ ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় পর্ষদের মনোনয়নের জন্য জাতীয় সম্মেলনের সভাপতি ৫ জন প্রতিনিধিকে মনোনয়ন কমিশনের সদস্য নিযুক্ত করবেন এবং এর মধ্যে একজন কমিশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।
২৬.২ কেন্দ্রীয় পর্ষদ আঞ্চলিক সমন্বয়কারী নিয়োগ করবেন এবং আঞ্চলিক সমন্বয়কারী সমন্বয় পর্ষদ বিধি মোতাবেক গঠন করবেন।
২৬.৩ গ্রাম থিয়েটার পর্ষদের মনোনয়নের সময়ে আঞ্চলিক সমন্বয়কারী অথবা সমন্বয় পর্ষদের একজন (যিনি উপস্থিত থাকবেন মনোনয়ন কমিশনের সভাপতি হবেন এবং তিনি তার পছন্দ মত দু'জন সদস্য মনোনীত করবেন। এই তিন জনের সমন্বয়ে গঠিত মনোনয়ন কমিশন গ্রাম থিয়েটার পর্ষদের নাম উপস্থিত প্রতিনিধিদের সামনে ঘোষণা করবেন।

ধারা : ২৭ গ্রাম থিয়েটার তহবিল

গ্রাম থিয়েটার সংগঠনের প্রতিটি পর্যায়ের তহবিল নিম্নরূপে গঠিত ও পরিচালিত হবে।
২৭.১ সদস্যদের নির্ধারিত চাঁদা
২৭.২ দেশপ্রেমিক নাগরিকদের অনুদান
২৭.৩ মেলায় দোকান ভাড়া এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে জিনিসপত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ
২৭.৪ দর্শনীর বিনিময়ে নাটক মঞ্চায়ন লব্ধ অর্থ

২৭.৫ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর কেন্দ্রীয় তহবিল স্থানীয় ব্যাংক কিংবা ডাকঘরে জমা রাখতে হবে। সভাপতি, অর্থ সম্পাদক এবং সাধারণ সম্পাদক এই তিন জনের যে কোনো দু'জন-এর যুক্ত স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হবে।

ধারা : ২৮ সভার কোরাম

যে কোনো পর্যায়ে পর্ষদের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভা কোরাম হবে।

ধারা : ২৯ অনাস্থা ও বহিষ্কার

২৯.১ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার-এর আদর্শ এবং ঘোষণাপত্র পরিপন্থী ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রাম থিয়েটারের যে কোনো পর্যায়ের পর্ষদ বা পর্ষদের কর্মকর্তা ও সদস্যদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় পর্ষদ অনাস্থা ও বহিষ্কার আদেশ জারি করতে পারবে।

২৯.২ কোন পর্ষদ সদস্যের প্রতি অনাস্থা কিংবা বহিষ্কারের কারণে সৃষ্ট শূন্য পদে কেন্দ্রীয় পর্ষদের মনোনীত ঐ পর্ষদেরই অন্য কোনো সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা : ৩০ আহ্বায়ক পর্ষদ

৩০.১ কোনো কারণে গ্রাম থিয়েটার পর্ষদ বাতিল বা বিলুপ্ত হলে নিম্নরূপভাবে অস্থায়ী আহ্বায়ক পর্ষদ গঠন করা যাবে।

সমন্বয়ক ১ জন

সদস্য ৬ জন

৩০.২ অস্থায়ী আহ্বায়ক কমিটি মেয়াদ হবে তিন মাস। এই সময়ের মধ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করতে হবে।

ধারা : ৩১ সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন

এই গঠনতন্ত্রের কোনো অধ্যায়, উপ-অধ্যায়, বাক্য, শব্দ, বর্ণ বা অক্ষরের কোনোরূপ সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন জাতীয় পর্ষদের প্রতিনিধি সদস্যের সম্মতিক্রমে করা যাবে।

ধারা : ৩২ ব্যাখ্যা কেন্দ্রীয় পর্ষদ এই গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দান করবেন।

গ্রাম থিয়েটার সংগীত

ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি (২)

এই দেশেরই মাটি জলে,
এই দেশেরই ফুলে ফলে
এই দেশেরই মাটি জলে-

তৃষ্ণা মেটাই, মেটাই ক্ষুধা (২)
পিয়ে এরই দুধের বাটি-
আমার দেশের মাটি।

ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি।

এই মাটিরই কাদা মেখে
এই দেশেরই আচার দেখে
সভ্য হলো নিখিল ভুবন, দিব্য পরিপাটি (২)

এই দেশেরই ধূলায় পড়ি
মানিক যায়রে গড়াগড়ি
এই দেশেরই ধূলায় পড়ি-
বিশ্বে সবার ঘুম ভাঙালো (২)
এই দেশেরই জিয়ন কাঠি-
আমার দেশের মাটি।

ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি (২)।

কথা ও সুর : কাজী নজরুল ইসলাম